২৮

আজকের কাগজ

তারিখ ... 04 JUL 1994 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৮ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ৩ মাস রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত ॥ বহিষ্কৃত ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি চলছে

শাহ আরিফ নিশির : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে ৩ মাস ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তসহ শিক্ষকদের রাজাকার স্টাইলে দাবি মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলেও বহিষ্কৃত ছাত্রদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। জানা গেছে, গত ২৩ জুন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রাজাকার হিসেবে খ্যাত আবদুল হামিদ-এর সভাপতিত্বে ইবি সিন্ডিকেটের ৯৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বর্তমানে ইবি শিক্ষক সমিতির আন্দোলন প্রত্যাহার করানোর পদক্ষেপ হিসেবে তাদের সকল দাবি মেনে নেয়া হবে বলে সিদ্ধান্তসহ আরো ৩ মাস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অথচ অবৈধভাবে মিথ্যা অভিযোগে ছাত্রলীগের ৫ নেতার বহিষ্কারাদেশের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় না। এছাড়াও জামাত-শিবির চক্রের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে শিক্ষক আহতসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে শিবিরের বহিষ্কৃত ছাত্রদের ব্যাপারেও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। ছাত্রলীগ নেতাদের বহিষ্কারাদেশ বিষয়টি সভায় আলোচনার জন্যে কোনদিনই তোলা হচ্ছে না। সে কারণে রাজাকার চক্র ইচ্ছে থাকলেও শিবিরের বহিষ্কৃতদের প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

বর্তমানে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলে সেশন জট তো মুক্ত করা সম্ভব হচ্ছেই না; উপরন্তু বহিষ্কৃত ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে বলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে। উল্লেখ্য, বর্তমান ভিসি রাজাকারের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যে ছাত্রলীগকে প্রতিহত করার উদ্যোগ হিসেবে প্রায় দেড়বছর আগে ছাত্রলীগের বর্তমান সভাপতি সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আফছার আলীসহ ৫ জন ছাত্রনেতাকে মিথ্যা সন্ত্রাস দমন মামলায় আসামী করে। একই মিথ্যা অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে ৫ বছরের বহিষ্কারাদেশ দেয়া হয়। এ ব্যাপারে হাইকোর্টে পিটিশন করে ছাত্রনেতা আফছার জামিন লাভ করলেও তাদের ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে আফছার বলেন, আমাকেসহ আমার ৫ জন সহকর্মির বিরুদ্ধে রাজাকার ভিসি সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা দিয়েছিলো। কিন্তু অবাক বিষয় হলো, আমাদের বিরুদ্ধে ভিসি অভিযোগ করলো আমরা তাকে লাঞ্ছিত করেছিলাম আবার মামলার আরজিতে বলা হলো ভিন্ন কথা। সর্বশেষে একবার জানলাম আমরা তাকে লাঞ্ছিত করেছি, আবার জানলাম আমরা বড় অংকের চাঁদা চেয়েছিলাম ইত্যাদি। মূলত আমাদের বিরুদ্ধে যেহেতু অভিযোগগুলো মিথ্যা সেহেতু আরজি এক রকম ভিসির বক্তব্য আরেক রকম হওয়া স্বাভাবিক। এসব যে মিথ্যা তা রেজিস্ট্রার মুনিরুজ্জামান ফাঁস করে দেয়ায় তার চাকরি গেছে। ছাত্রনেতা আফছার বলেন, কিন্তু দুঃখ হলো ভিসি মিথ্যা অভিযোগে একবার মামলা করে আমাকে জেল হাজতে আমাকে জেল হাজতে আটকে রাখলো তারপরও মামলা চলছে। আবার সেই অপরাধে আমাদেরকে বহিষ্কার করা হবে কেন? এক অপরাধে কত রকম সাজা পাবো আমরা।